Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা আক্তার সুমা

রোলঃ 228020949

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা আক্তার সুমা

রোলঃ 228020949

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুবাইদা আক্তার সুমা, আইডিঃ 228020949 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jubaida Akter Suma

(স্বাক্ষর)

জুবাইদা আক্তার সুমা

আইডিঃ 228020949

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা......6

২. জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব......7

৩. কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে জিহাদ: 8

৪. জিহাদ সম্পর্কিত আধুনিক ভুল ধারণা 10

৫.জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ধরনসমূহ......11

৬. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য......12

৭.ইতিহাসে জিহাদের প্রয়োগ:......13

৮. আধুনিক যুগে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা:......16

৯. ইসলামে জিহাদের শর্ত ও সীমা......18

১০. আধুনিক সমাজে জিহাদ বিষয়ক ভুল ব্যাখ্যার উৎস......20

১১: ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট নিরসন......22

১২. সমাধান ও আমাদের করণীয়......24

১৩. জিহাদের প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনার উপায়সমূহ......26

১৪. উপসংহার......28

১. ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে “জিহাদ” শব্দটি সবচেয়ে বেশি বিকৃত ও ভুলভাবে উপস্থাপিত ইসলামি পরিভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমা মিডিয়া, ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায় এই পবিত্র শব্দটি প্রায়শই সন্ত্রাস, হত্যা ও অরাজকতার প্রতিশব্দ হিসেবে তুলে ধরা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই বিভ্রান্তির ফলে অনেক সাধারণ মুসলমানও জিহাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে ব্যর্থ হন।

মূলত “জিহাদ” হল ইসলামের একটি বিস্তৃত এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যার উদ্দেশ্য হলো সত্যের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এই গবেষণাপত্রে আমরা জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর স্থান, আধুনিক বিশ্বে জিহাদ নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা ও ইসলামবিদ্বেষীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা বিশ্লেষণ করব।

২. জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব

"জিহাদ" শব্দটি এসেছে আরবি "جاهد" (জাহাদা) ধাতু থেকে, যার অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, সংগ্রাম করা। কুরআনুল কারীমে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে আত্মশুদ্ধি, দাওয়াহ, সত্যের পক্ষে সংগ্রাম, এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টার অর্থে।

জিহাদের চারটি স্তর:

১. জিহাদুন নাফস: নিজের প্রবৃত্তি, গুনাহ ও খারাপ চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
২. জিহাদুশ শাইতান: শয়তানের কুমন্ত্রণা ও সন্দেহের বিরুদ্ধে লড়াই।
৩. জিহাদুল কুফর ওল ফিসক: অন্যায়, জুলুম, অবিচার ও সামাজিক ফিতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৪. জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ: ইসলাম ও মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ, যেখানে নির্দিষ্ট শর্ত, নীতি ও অনুমতি রয়েছে।

ইমাম গাযজালী (রহ.) বলেন,
“জিহাদের প্রকৃত রূপ আত্মশুদ্ধি, সমাজ সংস্কার ও আল্লাহর পথে চেষ্টা করা। যুদ্ধ তার সর্বশেষ ও সীমিত একটি রূপ।”

৩. কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে জিহাদ:

কুরআনের দৃষ্টিতে জিহাদ:

কুরআনে জিহাদ শব্দটি প্রায় ৪১ বার এসেছে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি চেষ্টা ও আত্মত্যাগের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনের আয়াত:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

(সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

“তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾

(সূরা আন-নিসা: ৭৫)

“তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো না, অথচ দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুরা সাহায্য চাচ্ছে?”

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

"আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করার হক। তিনিই তোমাদের বেছে নিয়েছেন।"

—সূরা হজ্জ: ৭৮

হাদীসের দৃষ্টিতে জিহাদ:

রাসূল (সা.) বলেন:

“ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”
“সর্বোত্তম জিহাদ হলো, কোনো জালিম শাসকের সামনে ন্যায়বাণী উচ্চারণ করা।”
—(সুনান আবু দাউদ: ৪৩৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
“আসল মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।”
(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন:
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।”
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন,
“জিহাদ তখনই জায়েয যখন তা সীমার মধ্যে থেকে হয় এবং মজলুমদের রক্ষায় হয়। যুদ্ধের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়, বরং অন্যায় রোধ করা।”

৪. জিহাদ সম্পর্কিত আধুনিক ভুল ধারণা

বর্তমান সময়ে জিহাদ শব্দটি নানা অপব্যাখ্যা ও ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী এই শব্দটিকে শুধুমাত্র সন্ত্রাস, উগ্রতা এবং যুদ্ধের প্রতিশব্দ হিসেবে তুলে ধরছে। অথচ ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদ একটি গভীর অর্থবহ ও ইতিবাচক চেতনা, যা আত্মশুদ্ধি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে উৎসর্গিত প্রচেষ্টার নাম।

আধুনিক ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো:

★জিহাদ মানেই সশস্ত্র যুদ্ধ: অথচ ইসলাম যুদ্ধকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে এবং কঠোর নীতিমালা নির্ধারণ করেছে।

★জিহাদ মানেই সন্ত্রাসবাদ: জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

★জিহাদ মানে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: প্রকৃতপক্ষে জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জুলুম, অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ।

৫.জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ধরনসমূহ

ইসলামে জিহাদ একটি বিস্তৃত ধারণা। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, অন্যায় প্রতিরোধ ও সমাজ সংস্কারের একটি উপায়।

জিহাদের ধরনসমূহ নিম্নরূপ:

ক. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (জিহাদুন নাফস): নিজের মন্দ প্রবৃত্তি, পাপ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

খ. কথা ও কলমের মাধ্যমে জিহাদ: সত্য প্রচার ও মিথ্যা প্রতিরোধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা। দাঈদের এই জিহাদ সবসময় চালু থাকে।

৩.অর্থ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ: আল্লাহর পথে দান-খয়রাত করা।

৪.সশস্ত্র জিহাদ (জিহাদ বিল কিতাল): যখন মুসলিমদের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা বা ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত আসে, তখন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ অনুমোদিত হয়।

৬. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য

বর্তমান সময়ে জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা এক গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

~জিহাদ:

উদ্দেশ্য: আল্লাহর সন্তুষ্টি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, নির্যাতিতদের রক্ষা।

নিয়মনীতি: শিশু, নারী, বৃদ্ধ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সময়: নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অনুমোদিত।

~সন্ত্রাসবাদ:

উদ্দেশ্য: আতঙ্ক সৃষ্টি, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল।

নিয়মনীতি: অনিয়ন্ত্রিত, যেকোনো মানুষকে টার্গেট করে।

সময়: নির্বিচারে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালিত।

ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করে। কুরআন ঘোষণা করে:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
“যে কেউ একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল।”

—সূরা আল-মায়িদা: ৩২

জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এবং নির্দিষ্ট শর্তে বৈধ। কোন ব্যক্তি বা সংগঠন নিজের মত করে জিহাদের নামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করলে তা ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে।

৭.ইতিহাসে জিহাদের প্রয়োগ:

রাসূল (সা.) মক্কা যুগে কখনো জিহাদের জন্য অস্ত্র ধরেননি। বরং সবর, দাওয়াহ এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তিনি ইসলামের ভিত্তি গড়ে তোলেন। মদিনা হিজরতের পরে যখন কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তখন প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের অনুমতি আসে। বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য লড়েছেন। অন্যায়ভাবে কাউকে আক্রমণ করা ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন:

১. মক্কী যুগে (৬১০–৬২২ খ্রিস্টাব্দ): আত্মসংযম ও ধৈর্যের জিহাদ

এই সময়ে মুসলিমরা নির্যাতিত ছিলেন এবং প্রতিরোধের অনুমতি ছিল না।

নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ শুধুমাত্র ধৈর্য ও দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার করেন।

এই সময়ের জিহাদ ছিল "নফসের জিহাদ" — নিজের ইচ্ছা ও পাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

২. মাদানী যুগে (৬২২–৬৩২ খ্রিস্টাব্দ): আত্মরক্ষামূলক সামরিক জিহাদ

হিজরতের পর মুসলিমদের উপর প্রথমবারের মতো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রধান যুদ্ধগুলো:

বদর যুদ্ধ (৬২৪ খ্রিঃ): ইসলামের প্রথম প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ।

উহুদ যুদ্ধ (৬২৫ খ্রিঃ) ও খন্দক যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিঃ): আত্মরক্ষা ও মদিনা রক্ষার লড়াই।

এই সময় জিহাদ কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবেও পরিচিত ছিল।

৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে (৬৩২–৬৬১ খ্রিঃ): ইসলাম প্রচার ও প্রতিরক্ষা

আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর শাসনামলে জিহাদ ছিল দ্বীনকে প্রচার এবং মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষায়।

পারস্য, রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ হয়েছিল, কিন্তু এটি ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

৪. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে (৬৬১–১২৫৮ খ্রিঃ): বিস্তারমূলক জিহাদ ও রাষ্ট্র রক্ষা

ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত।

অনেক ক্ষেত্রে জিহাদ ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের একটি উপাদান, তবে তা ধর্মীয় দিক থেকেও বৈধ ছিল।

৫. ক্রুসেড যুদ্ধ ও মুসলিম প্রতিরোধ (১১শ–১৩শ শতাব্দী): প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ

খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা মুসলিম ভূমি দখলের চেষ্টা করে।

সালাহুদ্দিন আইউবী নেতৃত্বে মুসলিমরা জিহাদের মাধ্যমে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

৬. উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনে জিহাদ (১৮–২০ শতাব্দী): স্বাধীনতার সংগ্রাম

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে অনেক মুসলিম নেতা জিহাদের আহ্বান করেন।

ভারতের সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, আফগানিস্তানে ইমাম শামিল, সোমালিয়ায় সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান—তাঁরা সবাই স্বাধীনতার জন্য জিহাদ করেছেন।

৭. আধুনিক সময়ে: জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি

কিছু চরমপন্থী দল জিহাদের ভুল অর্থ দিয়ে সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হয়েছে।

ইসলামী স্কলাররা বারবার বলেছেন—নিরীহ মানুষ হত্যা, আত্মঘাতী হামলা, বা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ইসলাম ও জিহাদের মূলনীতির পরিপন্থী।

৮. আধুনিক যুগে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা:

আধুনিক মিডিয়া এবং রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা "জিহাদ" শব্দটিকে ভয়ংকর ও নেতিবাচক অর্থে উপস্থাপন করেছে। পশ্চিমা মিডিয়ায় জিহাদকে প্রায়ই সন্ত্রাস, আত্মঘাতী হামলা, এবং যুদ্ধের সমার্থক হিসেবে তুলে ধরা হয়। অথচ ইসলাম এমন যেকোনো কর্মকাণ্ডকে হারাম ঘোষণা করে যেখানে নিরপরাধ মানুষ হত্যার শিকার হয়।আধুনিক বিশ্বে "জিহাদ" শব্দটি ব্যাপকভাবে ভুলভাবে ব্যবহৃত এবং ব্যাখ্যা করা হয়। পাশ্চাত্য মিডিয়া, কিছু রাজনীতি-চালিত গোষ্ঠী এবং ইসলাম-বিদ্বেষী প্রচারণার ফলে জিহাদকে অনেকেই সন্ত্রাস, সহিংসতা এবং চরমপন্থার সমার্থক মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে জিহাদ এমন একটি পূণ্য কাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

মূল ভুল ধারণাগুলো:

১. জিহাদ মানেই সন্ত্রাস:
এটি সবচেয়ে প্রচলিত ও ভয়ংকর ভুল। কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংঘটিত সহিংস কর্মকাণ্ডকে 'জিহাদ' নামে পরিচিত করায় সাধারণ মানুষ ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ হারাম।

২. জিহাদ মানেই অস্ত্রধারী যুদ্ধ:

অনেকে মনে করে জিহাদ শুধু যুদ্ধের নাম, অথচ আমরা আগেই দেখেছি—জিহাদের বহু প্রকারভেদ রয়েছে, যার মধ্যে কলম, দাওয়াহ, জ্ঞান এবং আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম অন্যতম।

৩. জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে করা যায়:
আধুনিক ধারণায় অনেকে মনে করে যে, কেউ নিজ উদ্যোগেই "জিহাদ" করতে পারে। অথচ ইসলামে অস্ত্রধারী জিহাদ করার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র ও বৈধ নেতৃত্বের অনুমতি অপরিহার্য।

৪. জিহাদ মানে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:
এই ভুল ধারণা প্রচলিত যে জিহাদ কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে। অথচ ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময় মুনাফিক, জালেম মুসলিম শাসক বা নিজের নফসের বিরুদ্ধেও জিহাদ হয়েছে।

৫. মিডিয়ার প্রভাব:
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো ইসলামকে 'সহিংসতা-ভিত্তিক ধর্ম' হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, যেখানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়। ফলে, ইসলাম-ভীতির (ইসলামোফোবিয়া) জন্ম হয়।

এইসব ভুল ধারণার কারণে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য মানুষ বুঝতে পারে না। তাই এসব বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন ইসলামের মূল উৎস—কুরআন ও হাদীস থেকে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং প্রচার করা।

৯. ইসলামে জিহাদের শর্ত ও সীমা

ইসলাম একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম। তাই জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম কঠোরভাবে কিছু শর্ত ও সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, যা অতিক্রম করা হারাম। জিহাদ কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিশোধ বা আগ্রাসনের নাম নয়। বরং এটি হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত ন্যায়ের পথে সংগ্রাম—যা নির্দিষ্ট নিয়ম ও নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হতে হয়।

জিহাদের শর্তসমূহ:

১. সঠিক উদ্দেশ্য (নিয়ত):
জিহাদ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রতিশোধ বা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

২. ইসলামি শাসকের অনুমতি:
অস্ত্রধারী জিহাদ কেবল বৈধ ইসলামি রাষ্ট্র বা শাসকের অনুমতিতেই বৈধ। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে 'ফতোয়া' দিয়ে জিহাদে অংশ নেওয়া ইসলামে অনুমোদিত নয়।

৩. অন্যায় অত্যাচার প্রতিহত করা:
জিহাদের উদ্দেশ্য হতে হবে জুলুম দূর করা, নির্যাতিতকে রক্ষা করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা,অন্যের ভূমি দখল বা লুটপাট করা নয়।

৪. শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ:
শত্রুপক্ষ যদি শান্তিচুক্তি করতে চায়, তাহলে মুসলমানদের তা গ্রহণ করা ফরজ। কুরআন বলে:

"وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا"

“যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তাই করো।” (সূরা আনফাল: ৬১)

জিহাদের সীমারেখা:

১. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ:
নবী (সা.) যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন, যেন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, মন্দির-চার্চে ইবাদতে রত ব্যক্তি কিংবা নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা না করা হয়।

২. গাছপালা, জনপদ ও জনসাধারণের সম্পদ ধ্বংস নিষিদ্ধ:
ইসলামে যুদ্ধকালে অপ্রয়োজনীয় ধ্বংসযজ্ঞ হারাম।

৩. কানুন বা চুক্তি ভঙ্গ নিষিদ্ধ:
শত্রুর সঙ্গে কোনো চুক্তি হলে তা অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪. শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতি হারাম:
আত্মঘাতী হামলা, নারী ও শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার, অন্ধ হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

> “জিহাদ শুধুমাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় বরং এটি দাওয়াত, সত্য প্রচার এবং আত্মশুদ্ধির একটি উপায়।”
—(মাজমূআ ফাতাওয়া, খণ্ড ২৮)

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী তার 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' গ্রন্থে বলেন:

> “জিহাদ মানে কেবল অস্ত্র ধরা নয়, বরং ইসলামের সার্বিক প্রতিষ্ঠার জন্য সবধরনের প্রচেষ্টা—শিক্ষা, দাওয়াহ, কলম, অর্থ, ও রাজনৈতিক সংগ্রামও এর অন্তর্ভুক্ত।”

১০. আধুনিক সমাজে জিহাদ বিষয়ক ভুল ব্যাখ্যার উৎস

১০.১ উপনিবেশবাদ ও পশ্চিমা প্রচারণা

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশের পর ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করে। জিহাদকে একটি সহিংস রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে তারা মুসলমানদের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করে। ফলে জিহাদ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠে।

১০.২ মিডিয়ার ভূমিকা

আধুনিক গণমাধ্যম, বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়া, জিহাদ শব্দটি প্রায়শই সন্ত্রাস ও সহিংসতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে। তারা কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীর কার্যক্রমকে “জিহাদ” বলে প্রচার করে, ফলে সাধারণ মানুষ মনে করে জিহাদ মানেই হত্যাকাণ্ড বা ধ্বংসযজ্ঞ।

১০.৩ রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যবহার

বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ইসলামকে দুর্বল করার জন্য "জিহাদ" শব্দটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নেতিবাচক রূপে ব্যাখ্যা করে।

মুসলিমদেরকে "জঙ্গি" হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়।

১০.৪ চরমপন্থীদের ভুল ব্যাখ্যা

আল-কায়েদা, আইএস ইত্যাদি সংগঠন নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জিহাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে এমন সব কাজ করে যা ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যায়, কিন্তু জিহাদের নামে তারা তা প্রচার করে।

১০.৫ শিক্ষাগত দুর্বলতা ও অজ্ঞতা

অনেক মুসলমান জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে না। ইসলামি শিক্ষার ঘাটতির কারণে অনেকেই জিহাদ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে শুরু করে, যা আধুনিক ভুল ধারণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

১১: ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট নিরসন

১১.১ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম: মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম শান্তির ধর্ম। “ইসলাম” শব্দটি নিজেই এসেছে ‘সালাম’ থেকে, যার অর্থ শান্তি। ইসলাম কোনো ধরনের নিরপরাধ মানুষের ওপর সহিংসতা বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার অনুমতি দেয় না। সন্ত্রাসবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হঠাৎ আক্রমণ, নিরীহ মানুষ হত্যা এবং সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করা—যা ইসলামের মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

১১.২ কোরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> "যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল।"
— (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত ৩২)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে নিন্দা করে, এবং মানুষের জীবন রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে।

১১.৩ হাদীসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

> “এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ক্ষতি করবে না, তাকে অপমান করবে না।”
— (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অতএব, মুসলিমদের মধ্যে বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও সন্ত্রাসমূলক আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১.৪ মুসলিম মনীষীদের বক্তব্য

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: "জিহাদ কেবলমাত্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়িতদের রক্ষা করার জন্য বৈধ।" তিনি জিহাদের নামে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার প্রবণতাকে ইসলামী শরীয়ার বিরোধী বলে ঘোষণা করেন।

১১.৫ ইসলামী আইন অনুযায়ী সন্ত্রাসের শাস্তি

ইসলামী আইনে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন: ডাকাতি, খুন, অপহরণ— এসবকে 'হিরাবা' হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এগুলোর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

> "যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে: হত্যা করা, কিংবা ক্রুশবিদ্ধ করা..."
— (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত ৩৩)

১২. সমাধান ও আমাদের করণীয়

বর্তমান সময়ে জিহাদ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। একদিকে ইসলাম-বিদ্বেষী গোষ্ঠী জিহাদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে তুলনা করছে, অন্যদিকে কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী ইসলামি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে জিহাদের নামে সহিংসতা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় হলো—জিহাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তা সমাজে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

সমাধানসমূহ:

১. সঠিক ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ এবং সম্প্রসারণ :
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা বুঝা ও তা অনুসরণ করা জরুরি। ভুল তথ্য ও প্রচার থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।
সঠিক জিহাদ বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

২. জিহাদ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদ:
মিডিয়া বা সমাজে কেউ যদি জিহাদকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, তাহলে যুক্তিসহ দলিল দিয়ে তার প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব।

৩. মিডিয়ায় ইতিবাচক প্রচারণা:
ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য প্রচারে মুসলিম মিডিয়া ও ব্যক্তিরা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৪. ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা:
দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামের মানবিক ও শান্তিপূর্ণ দিক তুলে ধরতে হবে, যেন অমুসলিমরাও প্রকৃত ইসলামকে চিনতে পারে।

৫. মুসলিম যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা:
তরুণদের জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা শেখানো জরুরি, যেন তারা ভুল পথে প্ররোচিত না হয়।

৬. ইসলামি নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় ভূমিকা রাখা:
ইমাম, আলেম ও ইসলামি সংগঠনগুলোকে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ভুল ধারণা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে হবে।

৭. চরমপন্থার বিরুদ্ধে আলেমদের ভূমিকা:
চরমপন্থীদের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আলেম সমাজের কঠোর অবস্থান ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা জরুরি।

৮. গবেষণা কার্যক্রমে জোর দেওয়া:
বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জিহাদ বিষয়ক গবেষণা বৃদ্ধি করা উচিত।

৯. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত উদ্যোগ:
মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত একসাথে জিহাদ বিষয়ক ভুল ধারণা দূর করতে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।

জিহাদ একটি দায়িত্ব, যার মাধ্যমেই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় ও অন্যায় দূর হয়। কিন্তু এ মহান দায়িত্বকে যথার্থভাবে পালনের জন্য সঠিক জ্ঞান, ইখলাস এবং শরিয়তের নির্দেশনার অনুসরণ একান্ত জরুরি।

১৩. জিহাদের প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনার উপায়সমূহ

১৩.১ সঠিক ইসলামি শিক্ষা বিস্তার

জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দূর করার জন্য প্রয়োজন ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য—আত্মশুদ্ধি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিতদের রক্ষা—জোর দিয়ে শেখাতে হবে। মাদরাসা ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

১৩.২ মিডিয়ায় ইতিবাচক প্রচার

ইসলামের প্রকৃত বার্তা এবং জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও, প্রবন্ধ, বই ও আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো চ্যালেঞ্জ করে প্রকৃত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন জরুরি।

১৩.৩ চরমপন্থার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরই সোচ্চার হতে হবে। ইমাম, আলেম, শিক্ষক ও সমাজনেতাদের দায়িত্ব এসব অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

১৩.৪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সহযোগিতা

অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা সম্ভব। জিহাদ মানে "অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"—এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম

জিহাদ নিয়ে একাডেমিক গবেষণা, প্রবন্ধ প্রকাশ, এবং বিভিন্ন ভাষায় সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ বই প্রকাশ করতে হবে। এতে পশ্চিমা বা অ-মুসলিম সমাজেও সঠিক ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে।

১৩.৬ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম নেতৃত্বের উদ্যোগ

ওআইসি (OIC) বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সরকার ও আলেমদের উচিত সম্মিলিতভাবে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম ও জিহাদের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দেওয়া। জিহাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো রোধে আন্তর্জাতিকভাবে সোচ্চার হওয়া দরকার।

১৪. উপসংহার

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা আত্মশুদ্ধি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, এবং নির্যাতিতদের রক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তবে আধুনিক সময়ে এই মহান ইসলামী ধারণাটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক স্বার্থ, মিডিয়ার অপপ্রচার ও চরমপন্থীদের অপব্যাখ্যার কারণে "জিহাদ" শব্দটি সন্ত্রাস ও সহিংসতার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই থিসিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ কোনোভাবেই সন্ত্রাস নয় বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ও ন্যায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের প্রকৃত সংজ্ঞা, বিধান এবং সীমাবদ্ধ করে বোঝানো হয়েছে যে, জিহাদ মানেই যুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বিস্তৃত ও নৈতিক চেতনার নাম।